আমার দেশ

ঢাকা, বৃহস্পতিবার ● ২৯ মে ২০০৮
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ ● ২৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪২৯

সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী

ড. এম আজিজুর রহমান

মানুষ জন্মগতভাবে স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতার দুটো দিক আছে। একটি ইতিবাচক দিক, অপরটি নেতিবাচক। স্বার্থপরতার ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অনুশীলনের মাধ্যমে মানব সমাজ উন্নয়নের পথে পরিচালিত হয়। আর স্বার্থপরতার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন মানুষ ও সমাজকে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের দিকে ঠেলে দেয়। স্বার্থপর মানুষের উচ্চাভিলাষী বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলেও সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য চায় সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা। সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষ চায় সাশ্রয়ী মূল্যে জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এর জন্য সরকারের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণাধীনে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্যসামগ্রী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য খুব বেশি প্রতিযোগিতা বা খুব কম প্রতিযোগিতা নয়, এজন্য সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্যের উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির প্রয়োজন; যার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়াই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্য পেতে গেলে প্রয়োজন পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা পূর্ণ প্রতিযোগিতার কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি গ্রহণযোগ্য বাজার ব্যবস্থা, যেখানে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যসামগ্রীর জন্য অনেক বেশি সংখ্যক উৎপাদক, সরবরাহকারী, ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকবে। মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর মতো বিক্রেতা ইচ্ছা করলেই পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়াতে পারবে না। দামের ওপর তাদের কোনো প্রভাব থাকবে না। তারা শুধু চলতি বাজার দামে জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারবে। কোনো বিক্রেতা জিনিসপত্রের বেশি দাম দাবি করলে ক্রেতারা ওই বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় না করে অন্য বিক্রেতার কাছে চলে যাবে। তখন মুনাফাখোর ওইসব বিক্রেতার লাভ তো দূরের কথা, উচ্চমূল্যের কারণে তাদের ব্যবসায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। তাই বলা যায়, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সাধারণ মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। অর্থাৎ বিক্রেতার সংখ্যা যথেষ্ট হলে অধিক মুনাফাখোর কোনো ব্যবসায়ী চড়া দামে পণ্য বিক্রির সুবিধা পাবে না। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের ১০ম বৃহত্তম ১৫ কোটি লোকের এই বাংলাদেশে উদারনীতি, উন্মুক্ত বাজার ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ছাড়া শুধু নিয়ন্ত্রিত বাজার পদ্ধতিতে যথেষ্ট উৎপাদন, সরবরাহ ও সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রব্য ক্রয় সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি, বিনিয়োগে বিশ্বাসযোগ্যতা; যাতে করে অধিক সংখ্যক উৎপাদক, সরবরাহকারী ও বিক্রেতা যথেষ্ট বিনিয়োগে আগ্রহী হয়, উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ে এবং মানুষ ক্রয়ক্ষমতার ভেতরে থেকে সহজেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতিতে স্বার্থান্বেষী ও অধিক মুনাফাখোর ব্যবসায়ী যাতে করে বেশি দামে এবং নিম্নমানের জিনিসপত্র বিক্রি করে ক্রেতাদের ঠকাতে না পারে তার জন্য সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। সাধারণ মানুষ ও ক্রেতাদের একটি পণ্যের চলতি বাজারমূল্য, সার্বিক ওজন ও পরিমাণ এবং পণ্যটি যথেষ্ট মানসম্পন্ন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি শিল্পের অধীনে বিভিন্ন ফার্ম কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কার্যক্রমের মান প্রায় একই বা কাছাকাছি হয়। এতে করে ক্রেতাদের ঠকে যাওয়ার বড় ধরনের ঝুঁকি থাকে না। উন্মুক্ত বাজার ও উন্মুক্ত অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ওপর বড় ধরনের অযাচিত কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জিনিসপত্র কেনাবেচার ব্যাপারেও তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আবার কেউ যখন ইচ্ছা তখন কোনো ব্যবসায় শুরু করতে পারে এবং বন্ধ করতেও পারে। ব্যবসায় শুরু ও বন্ধের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় না। কোনো ব্যবসায়ী বেশি মুনাফা করলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নতুন ব্যবসায়ীর অনুপ্রবেশ ঘটে। আবার কোনো ব্যবসায়ী বেশি উৎপাদন খরচ কিংবা বিক্রয়মূল্য কম হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কোনো বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই ওই ব্যবসায় বন্ধ করে দিতে পারে, শুধু যেসব ব্যবসায়ী স্বাভাবিক ও স্বল্প মুনাফা করে টিকে থাকতে পারে, দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে তাদের ব্যবসায় টিকে থাকে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণমুক্ত বা সীমিত নিয়ন্ত্রণাধীনে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি হলো সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রব্যসামগ্রী ভোগের প্রধান উৎস। এজন্য দেশের আনাচে-কানাচে বিনিয়োগ করে শিল্পায়ন ও শিল্প সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। তাই বিনিয়োগে বিশ্বাসযোগ্যতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি দমন এবং বিনিয়োগ সমৃদ্ধকরণই হলো বর্তমান সরকারের প্রধান গুরুদায়িত্ব। শিল্পায়নের জন্য আরো যা প্রয়োজন তা হলো শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান, উৎপাদন খরচ কমানো, উৎপাদন খরচের ঊর্ধ্বগতিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কমানোসহ বিভিন্ন উৎপাদনকারীকে Tax Holiday বা কর অবকাশ দিয়ে ভর্তুকি বাড়ানো। আমদানিকৃত কাঁচামালের জন্য Import duty বা টারিফ কমাতে হবে। কাঁচামাল আমদানির জন্য এ মুহূর্তে Import Quota বা আমদানি কোটা না থাকাই ভালো। সর্বোপরি প্রযুক্তিবিদ্যা ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট গবেষণা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উন্নতমানের উৎপাদন, পণ্যের সুষম বণ্টন ও বাজারজাতকরণ এবং কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ একটি আমদানিপ্রধান দেশ। এ দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বেশিরভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। তাই কোনো জিনিস অধিক মূল্যে দেশে উৎপাদন করার চেয়ে কম দামে এ মুহূর্তে বিদেশ থেকে আনাও শ্রেয়। আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হলো মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও বেকার সমস্যা। এ পরিস্থিতিতে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রব্যসামগ্রী সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সীমিত নিয়ন্ত্রণাধীনে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি

চিঠিপত্র